মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২৪ | বর্ষঃ দ্বিতীয় | ডিসেম্বর ২০০৬

কুষ্টিয়ায় রেক্‌টিফাইড স্পিরিটসহ এক ব্যক্তি আটক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩ নভেম্বর,২০০৬ তারিখে শহরের কোর্ট ষ্টেশন রেল গেটের পাশ থেকে অভিনব কায়দায় মুরগির খাঁচার মধ্যে বস্তায় আবৃত একটি নীল রংয়ের বড় প্লাষ্টিক জারে ভর্তি ৯০ লিটার রেক্‌টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করেন। যার আনুমানিক মূল্য ২২,০০০/=(বাইশ হাজার) টাকা। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মোঃ সিদ্দিক মোল্লা, পিতাঃ মৃত মংগল মোল্লা, সাং সুখনগর বস্তী, কুষ্টিয়াকে গ্রেফতার করা ছাড়াও মোঃ করিম মিয়া, পিতাঃ মৃত বকুল বিশ্বাস, সাং মিলপাড়া, থানা ও জেলা- কুষ্টিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর আওতায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার নং-০৩, তারিখ- ৩ নভেম্বর, ২০০৬। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

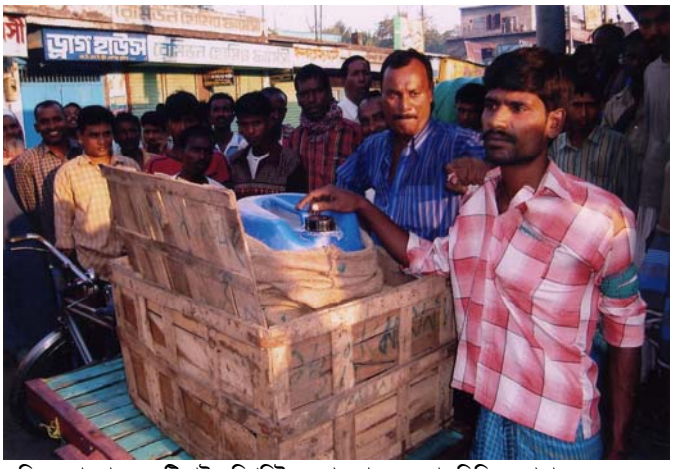

অভিনব কায়দায় রেক্‌টিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেফতারকৃত মোঃ সিদ্দিক মোল্লা

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ নভেম্বর/০৬ মাসে মোট ৪৬৮ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। নভেম্বর/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং- ৮ টি।
২. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ১ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৩৯৬ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৪৪ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ১৪ টি।
৬. মাদকবিরোধী সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন- ১ টি।
৭. অন্যান্য কর্মসূচী- ৪ টি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

নভেম্বর/০৬ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪২১ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৬৭ জন এবং বহিঃ বিভাগে ২৫৪ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নভেম্বর/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৫	১০৯	১৭৪	১১৭	৫৭
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৪	৪	৮	৮	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২	১০৫	১০৭	৭১	৩৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৯	১৮	৫৭	১১	৪৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৭	১৮	৭৫	৩৬	৩৯
মোট	১৬৭	২৫৪	৪২১	২৪৩	১৭৮

সম্পাদকের কথা

মানসিক দুর্বলতা মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ

মাদকাসক্তি একটি বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা। এসব লোকদের আত্মবিশ্বাস থাকে দুর্বল; চারিত্রিক দৃঢ়তা তেমন একটা থাকেনা। এরা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। মাদকাসক্তির বিপক্ষে পর্যাপ্ত নৈতিক যুক্তি এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা এদের মাঝে নেই। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, গ্লানি, একঘেয়েমি, বিষন্নতা, ক্ষোভ, ঘৃণা, খেয়ালীপনা, স্বল্প বিবেক সম্পন্নতা, শোক-দুঃখ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে মানসিক দৃঢ়তার অভাবে সহজেই এরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মূলতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাদকাসক্তির উপর্যুক্ত প্রাথমিক সংবেদনশীলতার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কিছু হারাবার আশংকা ও ভীতি, ব্যক্তিগত জীবনে বড় ধরনের কোন ব্যর্থতা ও বিপর্যয় থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মাঝে মাদকদ্রব্য গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। ড্রাগস গ্রহণকারী নিজের মনোজগতে বিরাজিত অসহনীয় দুশ্চিন্তার সাথে এক প্রকার রাসায়নিক সমন্বয় সাধন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের মাঝে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী করে নেয়। এভাবে দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদসহ বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ক্ষেত্রে শিথিলতা আনয়ন ও অশান্তি বিমোচনে কেউ কেউ মাদকাসক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরিণত বয়সে, বাস্তব জীবনে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে কেউ কেউ মাদকদ্রব্যের মাঝে আশ্রয় খুঁজে। জীবন-মৃত্যুর রহস্য উৎঘাটন এবং বয়ঃসন্ধির মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণ প্রভৃতি পরিস্থিতিতেও অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে থাকে। মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রে এটাও দেখা যায় যে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জটিল চিন্তার ফলশ্রুতিতে সচরাচর ষোল থেকে আঠার বছর বয়সে বাস্তব সমস্যাকে পরিত্যাগকারী কলাকৌশল হিসেবে অধিকাংশ ব্যক্তি মাদক প্রবণতাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিষ্ফল ভাবানুভূতি ও তদজনিত হতাশাগ্রস্থ মানসিক অবস্থা মাদকাসক্তির প্রাথমিক কারণ হিসেবে কাজ করে থাকে। মাদকাসক্তি আবার অনেকের কাছে সখ ও ফ্যাশনের বিষয়। নিছক তামাশাচ্ছলে, কৌতূহলবশতঃ, আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস বিনোদন প্রভৃতির মাধ্যম হিসেবেও মাদকদ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষিত-সচেতন মাদকাসক্তদের এমন অনেককেই পাওয়া যায় যারা মনে করেন যে, মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মস্তিস্ক স্বচ্ছ থাকে, কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, সাফল্য আসে। আবার এমনও অনেকে রয়েছেন যারা মনে করেন এটি আভিজাত্যের প্রতীক। সাধু-সন্নাসী, বাউল-ফকিরেরা নেশার মাধ্যমে ধ্যানমগ্ন হয়ে সাধনার অনুশীলন করে এবং গাঁজা, সিদ্ধি, ভাং-কে তাদের সাধনা সিদ্ধির প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করে। মূলতঃ মাদকদ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে উপর্যুক্ত যুক্তিগুলোর অধিকাংশই মনগড়া; দুর্বল মানসিকতার পরিচয়। মাদকমুক্ত জীবন গড়ার জন্য এ মানসিকতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নভেম্বর/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৯	৮৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৪	৪৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৮	৩০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৪
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১১
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫৯	৫০
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৫	১৪
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৪	৩৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৩	২২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৫
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৪	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩০	৪৩
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৭	৪৫
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৪
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৪	৫
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৫	৮৪
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৫	১৫
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	২১
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪০	৩৫
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	১১
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৪	৫
	সর্বমোটঃ	৬৪৪	৬৮১

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে নভেম্বর/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে নভেম্বর/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	নভেম্বর/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৭৭৫.১৫ মেঃ টন	৪২.৯৬ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	১৭৪.৮২৫ মেঃ টন	১০২.৮২৫ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	২৬৬.৪৮ মেঃ টন	২৫.৬০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৯.২৪৮ মেঃ টন	১.৯২ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৩৫ মেঃ টন	-

৩

আলামতভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

নভেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। নভেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৪৪ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৮১ জন। অধিদপ্তরের নভেম্বর/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫৫	১৮৩	১.৪৮৫ কেজি
গাঁজা	১৮২	১৯২	১০৭.৪৮৪ কেজি
গাঁজা গাছ	৬	৭	৪৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৩	১৪০	২৬৫৫ লিটার
দেশী মদ			৩ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	২	৩	২ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	৯	৭	৮৭ বোতল
বিয়ার	১	১	১৩৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৯	২২	২৩৫.৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫	৫	৭৭ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৮৪	১০২	৭৩১৪ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			২২.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৯	৯	৬২২ লিটার
পেথিডিন	১	২	৯ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৩০ এ্যাম্পুল
ডায়াপিজাম	১	১	৩ টি
জাওয়া	১	১	২২৬০৫ লিটার
ক্রাউন বেভারেজ	১	১	১৬০ ক্যান
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৪	৪	৩৪ এ্যাম্পুল
মুলি			৯০০ পিচ
নগদ অর্থ			১২০৭৬০ টাকা
মোবাইল সেট			১২ টি
ট্রাক			১ টি
মটর সাইকেল			১ টি
মোট	৬৪৪	৬৮১	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের সাথে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	নভেম্বর/০৫	নভেম্বর/০৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৭,০৭,৪৫৫	৩৯,৪৯,৭৪২
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৪৯,৫৯,৯৫৪	৭০,১৩,২৮৫
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,১৭,৫৫,০৭৭	১,৯৯,৮৮,৭৭২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩২,২৫,৪৫১	৪০,৪৮,৮৫০
	মোট	২,৩৬,৪৭,৯৩৭	৩,৫০,০০,৬৪৯

আইন-আদালত

নভেম্বর/০৬ মাসে মোট ২৯৮ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৬৫ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৩২ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৮৪ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫১ জন। নভেম্বর/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩২৫৩২ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	নভেম্বর/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮২	৯২	৪৪৭১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫	৬	৩০৭৫
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	-	-	২১৭৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৫৩১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৫২৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৪৩০
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫	৫	২৬৪১
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮৩৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	৪	৪৯১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২	৩	১৬৫৪
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫২৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৪২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১	৫৮
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪১৫
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৬	৭	২২১৪
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৮	৮	৭৫৯
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৭	৭	১০৭৮
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২	২	৬৩২
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩	৯৭
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২	২	২৫৭
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৭১
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭	৭	৩৪৯৪
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৯	৯	১৪৩৮
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৪	৪	১২০৭
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	১৭০৬
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৯	১১	১২৮৭
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৪	৪	৩০৫
	সর্বমোটঃ	১৬৫	১৮৪	৩২৫৩২

গাজীপুরে মদ-গাঁজাসহ ৬ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেল গত ২৮ নভেম্বর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন উলুখোলাস্থ মিরেরটেক এলাকা থেকে ৭৭২ (সাতশত বাহাত্তর) লিটার চোলাইমদ ও ১৫০০০ (পনের হাজার) লিটার জাওয়া উদ্ধার করে। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তমিজউদ্দিন (৩০) ও আমানুল্লাহ (৪০) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া উক্ত সার্কেল গত ৯ ডিসেম্বর তারিখে জয়দেবপুরের মির্জাপুর থেকে ১২ লিটার চোলাইমদসহ জয়নাল আবেদীন নামে একজনকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে তারা গত ১২ ডিসেম্বর তারিখে গাজীপুরের জয়দেবপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে ফেন্সিডিল, গাঁজা ও চোলাইমদসহ আক্তার হোসেন (২৫), আঃ মালেক (৩৩) ও শিখা রাণী বর্মণ (৩৫) কে গ্রেফতার করে।

ঢাকার মিরপুরে হেরোইন গাঁজা ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের মিরপুর সার্কেল গত ১০ ডিসেম্বর তারিখে ফেন্সিডিল তৈরী করার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকার মিরপুরের ২৬৫/৪, পশ্চিম শেওরাপাড়া থেকে ৯০ বোতল ফেন্সিডিল, ৬ লিটার তরল ফেন্সিডিল, ৫০ টি বোতল খালি বোতল, ১০০ টি কর্ক ও ৩০ টি ফেন্সিডিলের লেবেলসহ মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে জাহিদ (২৫) কে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত জাহিদ তরল ফেন্সিডিল এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহপূর্বক ফেন্সিডিল বোতলজাত করে বিক্রয় করে আসছে বলে জানা যায়। এছাড়া মিরপুর সার্কেল গত ১২ ডিসেম্বর তারিকে মিরপুর থানাধীন বেড়ীবাঁধ থেকে গাঁজাসহ মোঃ মনা (২৭), পল্লবী থানাধীন বাউনিয়া বাঁধ থেকে হেরোইনসহ মোঃ লাল মিয়া (৪০) এবং মিরপুরের রহমত ক্যাম্পের শেখ ফরিদের চা-পান-সিগারেটের দোকানের পার্শ্বের রাস্তার উপর থেকে হেরোইনসহ মোসাম্মদ আয়েশা (৪০) কে গ্রেফতার করে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত এলাকায় এসমস্ত মাদক ক্রয়–বিক্রয় করতো বলে জানায়।

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বিদেশী মদ ও বিয়ার উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৯ ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন সী-বিচ এলাকা থেকে ৪৭ লিটার চোলাইমদ উদ্ধার করে। একই তারিখে আনোয়ারা থানাধীন পার্কচর থেকে ১৩৯ বোতল বিদেশী

শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখায় সদ্য যোগদানকৃত "গবেষণা তথ্য সংগ্রহকারী" জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর ইকবাল গত ৭ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখ রাত-৯.০০ ঘটিকায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে **ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর ইকবাল ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার সদর থানাধীন কোণাপাড়ার চরভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। তিনি গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে "গবেষণা তথ্য সংগ্রহকারী" পদে যোগদান করেন।**

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব দিলীপ কুমার ৩১/১২/২০০৬ তারিখে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চলে তত্ত্বাবধায়ক জনাব কাজী কামরুল হাসান ২৫/১২/২০০৬ তারিখে, বগুড়া উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব নির্মল চন্দ্র পন্ডিত ২৯/১১/২০০৬ তারিখে, বরিশাল উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব লাল মিয়া ৩১/১২/২০০৬ তারিখে, কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের এম.এল.এস.এস জনাব আব্দুল খালেক ৩১/১২/২০০৬ তারিখে এবং পটুয়াখালী উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান ২০/০৭/২০০৬ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব কাজী কামরুল হাসান ২৫/১২/২০০৭ তারিখে, জনাব নির্মল চন্দ্র পন্ডিত ২৯/১১/২০০৭ তারিখে, জনাব লাল মিয়া আগামী ৩১/১২/২০০৭ তারিখে, জনাব আব্দুল খালেক ৩১/১২/২০০৭ তারিখে এবং জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান ২০/০৭/২০০৭ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। নভেম্বর/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬১৩	৬১৩	-	৬১৩	-
পুলিশ	৭০২	৬৯৮	১	৬৯৯	৩
বিডিআর	১০	৫	-	৫	৫
র‍্যাব	১	১	-	১	-
সর্বমোট	১৩২৬	১৩১৭	১	১৩১৮	৮

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।